করাইতেছেন। যেমন তোমার অঙ্গুষ্ঠ হইতে নিঃসৃতা শ্রীগঙ্গা ত্রিভুবনকে পবিত্র করিতেছেন।" ॥ ২৮০ ॥

তথা—ন কাময়েঽন্যং তবপাদসেবনাদকিঞ্চনপ্রার্থ্যতমাদ্ বরং বিভো। আরাধ্য কস্ত্বাং হ্যপবর্গদং হরে বৃণীত আর্য্যো বরমাত্মবন্ধনম্ ॥ ২৮১ ॥

অকিঞ্চনা মোক্ষপর্য্যন্তকামনারহিতাঃ। তত্রহেতুঃ, ত্বামারাধ্য কস্ত্বামপবর্গদং সন্তং বৃণীত, অপবর্গদতয়াবির্ভবন্তং সমাশ্রয়েতেত্যর্থঃ। বরমিত্যব্যয়মীষৎ প্রিয়ে। বরমাত্মানো বন্ধনমেব বৃণীত। অনন্তরঞ্চাস্য তস্মাদ্বিসৃজ্যাশিষ ইত্যাদিবাক্যে নিরঞ্জনমিত্যাদি ॥ ২৮২ ॥

অত্র সেব্যপাদত্বেনৈব প্রাপ্তস্য তস্য পুরুষোত্তমস্য সচ্চিদানন্দত্বমেবাভিপ্রেতম্ ॥ ১০।৫১ ॥ মুচুকুন্দঃ শ্রীভবন্তম্ ॥ ২৮২ ॥

সেই প্রকার শ্রীমুচুকুন্দ মহারাজ শ্রীভগবানকে ১০।৫১।৫৫ শ্লোকে বলিয়াছেন—"হে প্রভো! যাঁহারা মোক্ষ পর্য্যন্ত কামনা ত্যাগ করিয়াছেন, এমন আকিঞ্চনজনে সতত যাহা প্রার্থনা করেন—এমন তোমার চরণারবিন্দ সেবা ভিন্ন আমি অন্য বর প্রার্থনা করি না। হে হরে! কোন্ জন তোমাকে আরাধনা করিয়া, তুমি অপবর্গ (মুক্তি) প্রদান করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেও তোমাকে আশ্রয় করে অর্থাৎ তোমার নিকট হইতে মুক্তি গ্রহণ করে? বরং আপনার বন্ধনই প্রার্থনা করিয়া থাকে, তথাপি মুক্তি প্রার্থনা করে না।" "বরং আত্মবন্ধনম্"—এই দ্বিতীয় বরং পদটি বরণীয় (প্রার্থনীয়) অর্থে প্রয়োগ করা হয় নাই, যেহেতু পূর্ব্বে একবার বরং পদ প্রয়োগ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় বরং পদটি অব্যয়, ঈষৎ প্রিয় অর্থে প্রয়োগ হইয়া থাকে। এস্থলের তাৎপর্য্য এই যে—যে আত্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া তোমার চরণারবিন্দের সেবা লাভ করিতে পারা যায় না, সেই মুক্তি আর্য্যজন কখনও ইচ্ছা করে না—এইরূপ অর্থ না করিলে পর শ্লোকের সহিত ইহার সঙ্গতি রাখিতে পারা যায় না। ইহার পরবর্ত্তী "তস্মাদ্ বিসৃজ্যাশিষ"—এই শ্লোকের অর্থ যথা—আমি সর্ব্ব-প্রকার কামনা পরিত্যাগ করিয়া নিরঞ্জন নির্গুণ জ্ঞাপ্তিমাত্র অদ্বয় পরমপুরুষ তোমার শরণ লইতেছি ॥ ২৮১ ॥ ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে—মুচুকুন্দ মহারাজ মুক্তি কামনা করিয়াছিলেন না। এস্থানে আরও একটি বুঝিবার বিষয় এই যে—যাঁহার চরণারবিন্দই মুখ্যসেবা, এইরূপে নিজ গুহায় আবির্ভূত সেই পুরুষোত্তম যে সৎ-চিৎ-আনন্দঘন, তাহাই বুঝিতে হইবে। তাহাই না হইলে, মুক্তি পর্য্যন্ত কামনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল চরণারবিন্দ সেবা প্রার্থনা করিবেন কেন? ॥ ২৮২ ॥

অথ পাদসেবায়াং শ্রীমূর্ত্তিদর্শনস্পর্শপরিক্রমানুব্রজনভগবন্মন্দিরগঙ্গা-পুরুষোত্তম-